এক নজরে ফুলকপি চাষ

পুষ্টিগুনঃ ফুলকপির পুষ্টিগুন নানাবিধ, যেমন প্রতি ১০০ গ্রাম ফুলকপিতে ০.৮ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১.২% আঁশ, ৪১ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২.৬% আমিষ, ৪১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.৫ মিলিগ্রাম আয়রন, ০.০২৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২ ও ৭.৫% শর্করা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উন্নত জাতঃ বারি ফুলকপি-১ ও বারি ফুলকপি-২, উভয়ই রবি মৌসুমে চাষের উপযুক্ত।

বপনের সময়ঃ ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করতে হয় এবং কার্তিক থেকে অগ্রহায়ন পর্যন্ত (মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) জমিতে চারা রোপণ করা যায়।

চাষপদ্ধতি:

বীজতলা প্রস্তুতকরনঃ ফুলকপির চারা বীজতলায় উৎপাদন করুন। ১ ×৩ মিটার বীজতলায় সমপরিমাণ বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরাঝুরা করে তৈরি করুন। দ্বিতীয় বীজতলায় চারা রোপণের ৭/৮ দিন আগে প্রতি বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টিএসপি/ডিএপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে দিন। চারা ঠিকমত না বাড়লে পরে প্রতি বীজতলায় প্রায় ১০০ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিন। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করুন।

চারা রোপণঃ ফুলকপি চাষের জন্য ৩০ দিন বয়সের চারা লাগাতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৪ ইঞ্চি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি হবে। চারা রোপণের সময় সতর্ক থাকুন, যেন শিকড় মুচড়ে বা বেঁকে না যায়। এতে চারার মাটিতে প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বাড়ন কমে। রোপণের প্রথম কয়েক দিন প্রখর রোদে যাতে চারা ঝিমিয়ে না যায় তার জন্য কাগজ বা কলার খোল দিয়ে ছায়া দিন।

বীজের পরিমানঃ জাত ভেদে শতক প্রতি ২-৩ গ্রাম।

সারব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	**শতকপ্রতিসার**	**হেক্টর প্রতি সার**
কম্পোস্ট	৬০-৮০ কেজি	১০ টন
ইউরিয়া	১-১.২ কেজি	২০০ কেজি
টিএসপি	০.৬-০.৮ কেজি	১৫০ কেজি
পটাশ	০.৮-১ কেজি	১৫০ কেজি
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	১০০ কেজি
দস্তা	৪০ গ্রাম	১০ কেজি।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

শতকপ্রতিসার	হেক্টর প্রতি সার
অর্ধেক গোবর, সমুদয় টিএসপি ও অর্ধেক গ্রাম পটাশ সার জমি তৈরির সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা রোপণের ৭ দিন পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১৫ দিন পর ১ম বার, ৩০-৫০ দিন পর ২য় বার ইউরিয়া ও অবশিষ্ট পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে জো এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।	চারা রোপণের ২০ দিন পর ১ম বার, ৪০ দিন পর ২য় বার ১৬০ কেজি ইউরিয়া ও ১০০ কেজি এমওপি সার দিন।***** ১০কেজি ডিএপি সার ব্যবহার করলে সমপরিমাণ টিএসপি এবং ৪ কেজি ইউরিয়ার ফল পাবেন, তাই সে পরিমাণ ইউরিয়া কম দিন। খেয়াল রাখুন; সকালে শিশির ভেজা পাতায় যেন দানা সার না পড়ে। জমির উর্বরতা, মাটির ধরণ, বা মাটি পরীক্ষা ভেদে সারের মাত্রা কম বেশি করুন।প্রথমে বোরন সার না দিলে পরবর্তীতে ১ম ও ২য় দফায় ইউরিয়া ও এমওপি সার দেয়ার সময় প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ গ্রাম বোরিক পাউডার গুলে পাতায় স্প্রে করে দিন।

পোকামাকড়ঃ

- ফুলকপির মাথা খেকো লেদা পোকা (টোবাকো ক্যাটারপিলার) পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- শোষকপোকা/হেপার/শ্যামাপোকা, জাবপোকা এবং সাদামাছি দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) অথবা কারবারাইল জাতীয় কীটনাশক (যেমন সেভিন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ পাতার নিচের দিকে যেখানে পোকা থাকে সেখানে স্প্রে করতে হবে।
- ফুলকপির কাটুইপোকা দমনে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।
- ফুলকপির সরুই পোকা (ডায়ামন্ড ব্যাক মথ) দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) অথবা সাইপারমেথ্রিন+ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক (যেমনঃ ক্লোরসাইরিন ৫৫০ ইসি ১০মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ফুলকপির ফ্লি বিটল পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগবালাইঃ

- ফুলকপির ফুলকপির গোড়া পচা রোগ/ ডেমপিংঅফ রোগদমনে কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রানাশক যেমন (এমকোজিম ৫০; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি /২ মুখ) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন আক্রমণ বোশি হলে প্রথম থেকে প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ফুলকপির ইয়োলো ভাইরাস রোগদমনে বাহক পোকা (জাবপোকা) দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।
- ফুলকপির কার্ড পচা রোগ কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রানাশক যেমন (এমকোজিম ৫০ ; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি /২ মুখ) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন অথবা ১০ লিটার পানিতে কপার অক্সিকোরাইড ৪০ গ্রাম + স্ট্রেপটোমাইসিন ১ গ্রাম মিশিয়ে ৭ দিন পর পর দু-তিনবার স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ফুলকপির ব্লাক রট রোগদমনে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম)) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- মোজাইক রোগ ও পাতা কোকড়ানো রোগদমনে জমিতে জাব পোকা দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবেনা। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে সাত থেকে ১৫দিন পর বাজারজাত করুন।

আগাছাঃ আগাছা দমনের জন্য জমি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে আগাছা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার এবং পরিষ্কার কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার। ফসল বোনার ২৫-৩০দিনের মধ্যে আগাছা বাছাই করতে হবে।সেচ দেয়ার আগে আগাছা বাছাই করতে হবে।

সেচঃ রোপনের পর প্রথম ৪-৫ দিন একদিন পরপরই সেচ দিতে হবে। পরবর্তীতে ৮-১০ দিন অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলেই চলবে। সেচ পরবর্তী জমিতে "জো" আসলে ফুলকপির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটি চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমির আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। সারের উপরি প্রয়োগ যথা সময়ে করতে হবে। উল্লেখ্য সারের উপরি প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য বেড সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে

আবহাওয়া ও দুর্যোগঃ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি দ্রুত বেড় করে দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফলনঃ জাতভেদে শতক প্রতি ফলন ১০০-১১২ কেজি।

সংরক্ষনঃ ফুল ফোটা শুরু হওয়ার আগেই ফুলকপি বেশ দৃঢ় থাকা অবস্থায় তা সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় কপি ফেটে যেতে পরে কিংবা রঙ খারাপ হয়ে যেতে পারে। রোপণের প্রায় দু'মাসের মধ্যে গাছে ফুল দেখা দেয়। ফুল দেখা দেয়ার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ফুলকপি খাওয়ার উপযুক্ত হয়।